134/WBHRC/SMC/18

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 134 WBHRC/SMC/2018

Date: 29. 10. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eaisamay' a Bengali daily dated 26.10.2018, the news item is captioned 'ফের ঘুড়ির সুতো, গলা কাটলেও অল্পে প্রাণরক্ষা'.

Deputy Commissioner of Police, South Suburban Division is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 30th November , 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

29/10/2018

(Naparajit Mukherjee)
Member

134/WBHRC/SMC/18

ফের ঘুড়ির সুতো, গলা কাটলেও অল্পে প্রাণরক্ষা

এই সময়ের মত

'মা' উড়ালপুল দিয়ে যে সব যানবাহন চলে, তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিমি। এই অবস্থায় কোনও আরোহীর গলায় ঘুড়ির সুতো আটকে গেলে তাঁর প্রাণ সংশয় হতে পারে। সেই কারণেই আইন করে এই এলাকায় ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ করা হয়েছিল। এই বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসন অবিলম্বে তৎপর না হলে আইনভঙ্গকারীরা আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

এই সময়: উড়ালপুলের উপরে ফের ঘুড়ির সুতোয় গলা কাটল এক ব্যক্তির। তাঁর সচেতনতা ও উপস্থিত বুদ্ধির জেরে দ্রুত সুতো ছাড়িয়ে নেওয়ায় ক্ষত গভীর ছিল না। ফলে প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজার সুরেশ মজুমদার গত রবিবার বিকেলে মা উড়ালপুলের উপর দিয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে মোটরবাইকে চেপে ফিরছিলেন। হঠাৎ তিনি গলায় টান অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থামিয়ে নেমে পড়েন। দেখেন গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। বালির বাসিন্দা সুরেশ বলেন, 'কালিকাপুরে মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অসুস্থ নাতিকে দেখতে যাই। হিন্দু কবরস্থানের ঠিক উপরে হঠাৎই গলায় টান ও চাপ অনুভব করি। বুঝতে পারি ঘুড়ির সুতো হবে। বাইক দাঁড় করিয়ে দেখি গলা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।' তখনই তিনি সাহায্য চেয়ে কয়েকটি বাইক দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। সাহায্য তো দূর অস্তু, সকলে গতি বাড়িয়ে চলে যান। তখন সুরেশ নিজেই সাহস সঞ্চয় করে রুমাল দিয়ে গলা বেঁধে ফের বাইক চালিয়ে চলে যান পার্ক সার্কাসের ইসলামিয়া হাসপাতালে। কর্তব্যরত মহিলা পুলিশকর্মীকে তিনি বিষয়টি জানান। ওই পুলিশকর্মীই কয়েকজন সহকর্মীকে ডেকে সুরেশকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর গলায় তিনটি সেলাই করেন চিকিৎসকেরা। সামান্য সুস্থ হয়ে তদন্তসিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করে সুরেশ বাড়িতে ফিরে যান।

তবে ঘটনার আতঙ্ক এখনও পিছু ছাড়ছে না সুরেশের। গলায় এমন আঘাতের পরে কী করে বেঁচে গেলেন, তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

সুতোয় মরণফাঁদ মা উড়ালপুল

ঘুড়ির সুতোই মরণফাঁদ। গত এক বছরে শুধু মা উড়ালপুলেই এমন ঘটনায় আহত বেশ কয়েক জন। সোমবারের ঘটনার জেরে উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায় ঘুড়ি ওড়ানো হচ্ছে কি না, সে নিয়ে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। তেমনই ঘুড়ি-বিপত্তির কয়েকটি

মা উড়ালপুলে বহুস্পতিবার রাতেও এ ভাবেই ঝুলতে দেখা গিয়েছে ঘুড়ির মাঞ্জাকে, যা যে কোনও সময় প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কৌশিক রায়ের তোলা ছবি

- গত মাসে মা উড়ালপুলেই নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জা সুতো গলায় বিঁধে আহত হন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার আধিকারিক প্রসেনজিৎ বণিক। বাইক চালিয়ে সল্টলেকের অফিসে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি
- চলতি বছরের জুনে রেড রোডে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময়ে আহত হন মইনুদ্দিন মল্লিক নামে এক জন
- এপ্রিলে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় আহত হয়েছিলেন সালকিয়ার সৈকত দত্ত। দ্রুত ধাবমান বাইকের সামনে হঠাৎ করে চলে আসা সুতোর জেরে বাইক থেকে পড়ে আহত হন পিছনের আসনে থাকা তাঁর বন্ধুও
- চলতি বছরের জানুয়ারিতে ঘুড়ির ধারালো মাঞ্জা সুতোয় আহত হন এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। বাইক নিয়ে কলেজে যাচ্ছিলেন বেহালার দিব্যম বাজাজ। তাঁর নাকে পাঁচটি সেলাই হয়
- গত বছর ডিসেম্বরে ঘুড়ির সুতো গলার লেগে গুরুতর যখম হয় পঞ্চম শ্রেণির জয়ামিনি সামন্ত। অস্ত্রোপচার করতে হয়। পরিবারের সঙ্গে হুডখোলা জিপে দাঁড়িয়ে ইকো পার্কে যাওয়ার সময়ে ঘটে বিপত্তি
- গত বছর সেপ্টেম্বরে মা উড়ালপুলে টহলদাড়িতে থাকার সময়ে আহত হন তিলজলা গার্ডের সার্জেন্ট দেবাংশু চট্টোপাধ্যায়

এ বছরের জুলাইয়েই চিনা মাঞ্জা বা সিন্থেটিক মাঞ্জার সুতো তৈরি, বিক্রি, মজুত ও ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল। মাঞ্জা সুতোর জালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য পাখির মৃত্যু হচ্ছিল। এর প্রেক্ষিতে দায়ের একটি মামলার সূত্রে ওই নির্দেশ দেয় আদালত। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধি বা অন্য নির্দিষ্ট আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন ও সব রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করেই যে বিপজ্জনক সুতোর ব্যবহার চলছে, একের পর এক ঘটনাতেই স্পষ্ট